মনে পড়ে মনও পোড়ে

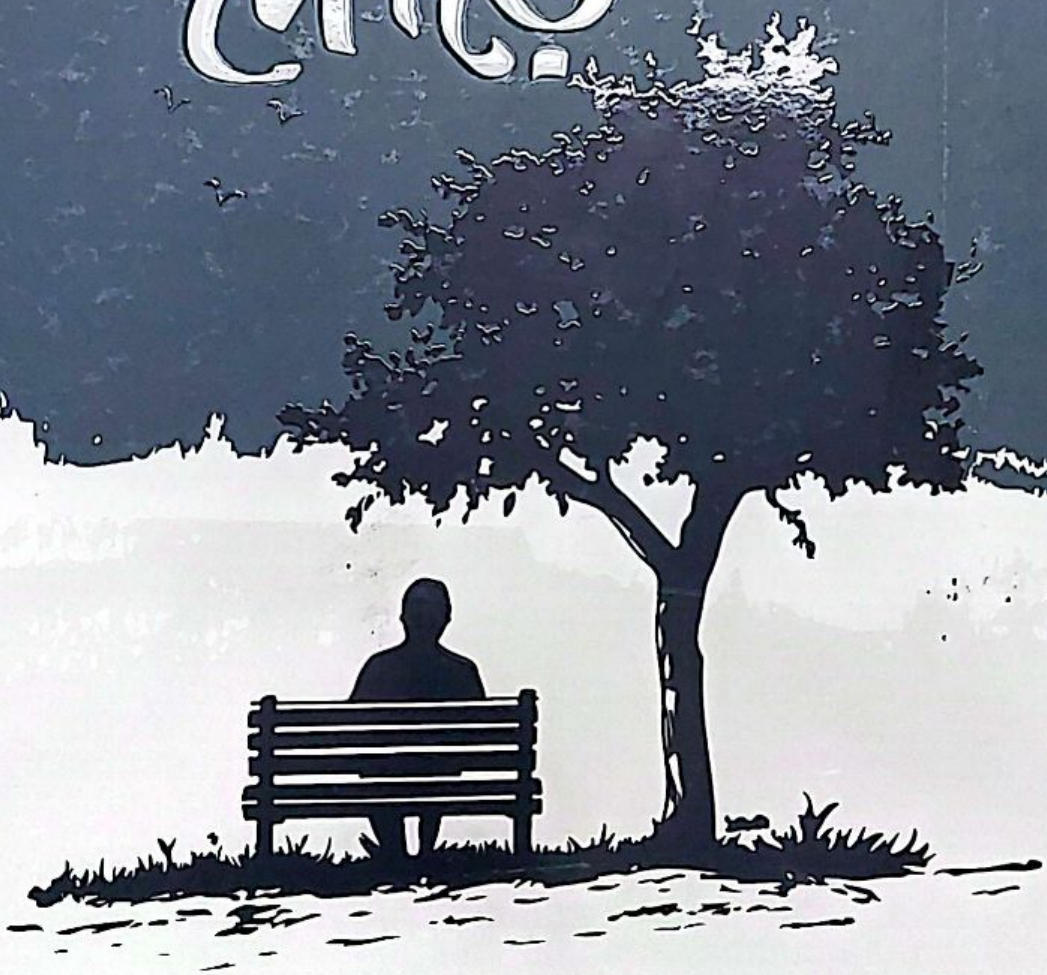

সালমান হাবীব

স্মৃতি মাত্রই পোড়ায়। সেটা হোক সুখের কিংবা দুঃখের। সময় হলো সেই স্মৃতির ক্যানভাস। যাপিত জীবন তার রংতুলি। দিন যায়, সীমানা পেরোয় সময়। আর ওদিকে জমতে থাকে স্মৃতি। একটা বাসা, ব্যালকনি, বারান্দা। রোদে পোড়া ছাদ, ভিজে যাওয়া চিলেকোঠা। জমে যাওয়া ধুলোর মতোই এসবের প্রতি জমা হয় মায়া। কোথাও গেলে টান লাগে। মনে পড়ে থাকার রুম, ছড়ানো ছিটানো বিছানা বালিশ, আধখোলা জানালার কথা। হয়তো তখনো টুপ চুপ শব্দে বিন্দু বিন্দু জল পড়ছে কল থেকে।

একদিন ছেড়ে যেতে হয়। মানুষ ছেড়ে যায়। তবুও মায়া ছাড়া যায় না, মায়া ছেড়ে যায় না। এ এক অদ্ভুত জটিল আর জোরালো আঠা; যার নাম মায়া। সেইসব মায়াময় মন ও মানুষের কথা মনে পড়লেই মন পুড়তে থাকে।

মনে পড়ে মনও পোড়ে

প্রিয় সমাইয়া,

ভালোবাসা আপনার জন্য।

সালমান হাবীব
২৬/০১/২৫

উৎসর্গ

কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা কোনো ধরনের পূর্বাভাস ছাড়া একদম হঠাৎ করেই হারিয়ে যায়। সেইসব মানুষের শূন্যতা যতটা না পোড়ায়, তারচেয়েও বেশি পুড়ে যায় এটা ভেবে যে, কী এমন দৈব কারণে– মানুষ এমন হুট করে হারিয়ে যায়!

জীবন থেকে চলে যাওয়া সেইসব মানুষ
যাদের কথা মনে পড়লেই– মন পুড়তে থাকে।

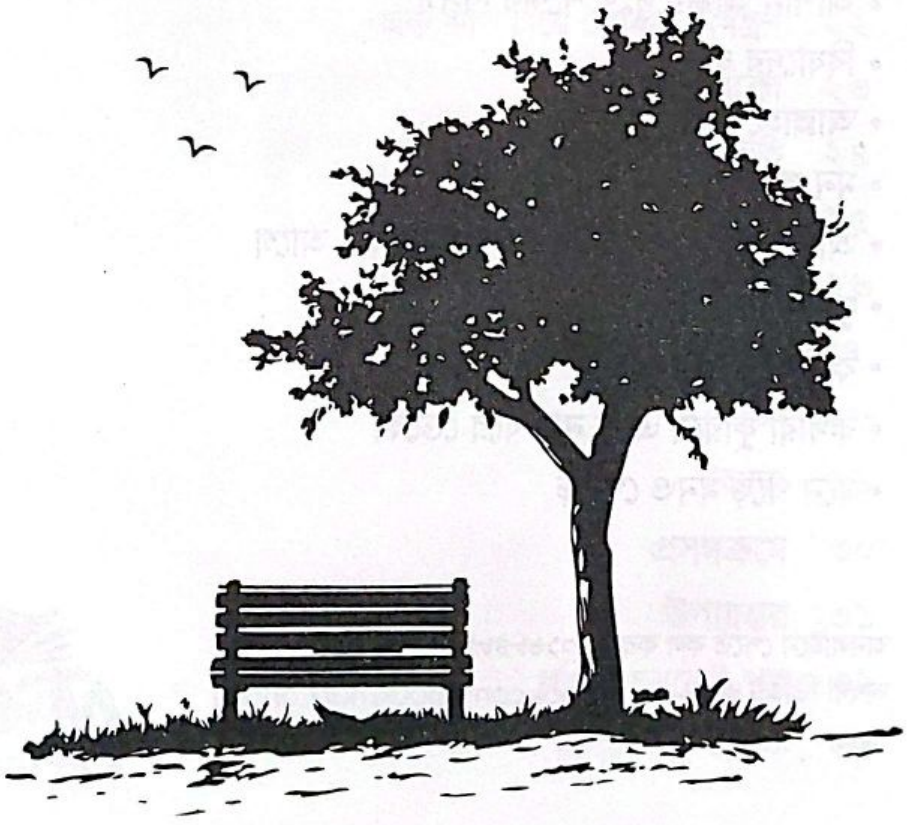

সূচিপত্র

জেনেছি মানুষ একা রাত্রির মতো	০৯
যেন আমাদের সব কথা ফুরিয়ে গেছে	১০
মনে হলো তোমাকে দেখলাম	১১
অভিমানের টাইম লেপস	১২
অন্ধকার মূলতঃ তোমার মন খারাপ	১৩
আমি শুধু তোমাতে পিছুই	১৪
সবাইকে নিয়ে সুখী হতে চাওয়াটা বোকামি	১৫
অপেক্ষায় থাকেনি কেউ	১৬
অনভ্যস্ততায় অভ্যস্ত	১৭
না ফুরানো রাত	১৮
না ভাঙা অভিমান	১৯
দুঃখদানের ইতিকথা	২০
এক কাপ চায়ে তোমার নিমন্ত্রণ	২২
সম্পর্কের সাঁকো	২৩
মরনশীল অনুভূতি	২৪
দীর্ঘমেয়াদী অভ্যাস	২৫
কোহিনূর	২৬
দৈন্যতা	২৭
গাজা	২৮
বৈষম্য	২৯
প্রসঙ্গক্রমে	৩০
উপায়ন্তর	৩১
পথিক চললেই পথ	৩২
জিজ্ঞাসারা অবাক	৩৩

এইখানে থেকে যাও পাখি ৩৪
কতটা ক্লান্তি চেপে জেগে থাকে চোখ ৩৫
কার নালিশে পাশ বালিশে জল ৩৬
আপ্যায়নহীন আবদার ৩৭
দুঃখ গুছিয়ে রাখতে না পারার দুঃখ ৩৮
লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মা'আনা ৩৯
নীল জ্যোৎস্নায় কষ্ট জমাই ৪০
নিজেকে পোড়ানো আগুনের নাম 'দুঃখ' ৪১
নিজস্ব একদিন ৪২
এক মানুষে অভ্যস্ততা ৪৩
তবুও তোমার হুশ কি হবে ৪৪
রক্তাক্ত জুলাই ৪৫
শহীদ আবু সাঈদ ৪৮
ঘুম শুকানো রোদ্দুর ৪৯
আমি তো আকাশ নই ৫০
মেঘের শয্যা ৫১
মুখোশ মানুষ ৫২
সরল অংকের জীবন ৫৩
মানবিক সহমর্মিতা ৫৪
আয়নায় চাঁদ ৫৫
দূরের মানুষের কোনো ডাকনাম থাকে না ৫৬
নক্ষত্র কথন ৫৭
তারারা মূলতঃ তারাই ৫৮
তারার গুলবাগ ৫৯
কালামে আসমানী ৬০
ওয়া মান ক্বতালা নাফ্সান ৬১
ওয়ালা তামু'তুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন ৬২
আমার জন্মদিনে আমারই মৃত্যু নিয়ে কথা হবে ৬৩
অনাকাঙ্ক্ষিত মেহমান ৬৪

জেনেছি মানুষ একা রাত্রির মতো

পাখি আর কতটুকু ওড়ে?
কতখানি নিতে পারে পালকের ভার,
একদিন ছেড়ে যায় সেও
যে বলে; আমিই একমাত্র আপন তার।

পাখিও পালক ছাড়ে পুরোনো হলে
মানুষও পাখির মতো ছেড়ে যাবার দলে,
কতটুকু মায়া হলে ফেলে যাওয়া দায়
যাব না বলেছে যে– সেও চলে যায়।

জেনেছি মানুষ একা রাত্রির মতো
মুখেতে হাসি রাখে বুকে পোষে ক্ষত,
কত ঋণ, কত স্মৃতি; খুলে বলি কাকে?
কিনারায় ফিরে নাও পাল তুলে রাখে।

যেন আমাদের সব কথা ফুরিয়ে গেছে

পুড়ে যাওয়া সলতের মতো
ক্রমশই যোগাযোগ নিভে যায়।
আলোহীন হয়ে পড়ে
সম্পর্কের ঝলমলে অন্দরমহল।

নতুন জায়গায় কথা খরচ হয়,
অথচ আমাদের আর কথা হয় না।
যেন আমাদের সব কথা ফুরিয়ে গেছে।
শীতকালীন ধোঁয়াশার মতো
সব ভাষা হয়ে আছে ঝাপসা কাঁচ।

না পেরুতে পারা অভিমানের–
দেয়ালের মতো সেই কাঁচ মুছে স্বচ্ছ চোখে
তাকানো হয় না কেউ কারোর দিকে।

এরচেয়ে অপরিচিত মানুষ ভালো;
ইচ্ছে হলে সংকোচহীন কথা বলা যায়।
সংলাপ শেষে বাড়ি ফিরে এলে–
প্রাত্যহিক ঘটনার মতো ভুলে যাওয়া যায়।

মনে হলো তোমাকে দেখলাম

মনে হলো তোমাকে দেখলাম;
একটা শীতরঙা শাল গায়ে
দূর থেকে; মনে হলো তোমাকে ঘিরে
পাতাদের শীত নিবারণী
ধোঁয়া ধোঁয়া ঝাপসা কুয়াশার মতো।

মনে হলো তোমাকে দেখলাম;
একটা টোলপড়া গাল মেয়ে
দূর থেকে; মনে হলো টোলের অতলে
দৃষ্টির শেষ দৃশ্যপট, আর কিছু নেই।
নিকোটিন ছাড়াই হাওয়ার ধোঁয়া
হা হয়ে তাকিয়ে ছিলাম।

মনে হলো তোমাকে দেখলাম;
জনতার ভীড়ে যেমন–
চেয়ে থাকে চেনা মুখ; তুমিও তেমন
দূর থেকে; কিছুটা তাকিয়ে ছিলে।
যেন ঘুমের ভেতর দেখা কাঙ্ক্ষিত স্বপন
বহুকাল পেরিয়ে পাওয়া প্রিয় কোনো ক্ষণ!